৫৭

তারিখ ... MAY ৭ ৫ 1999
পৃষ্ঠা ২৫ কলাম ৪

নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আর কেন?

বর্তমান দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিশেষ করে মফস্বলে নতুনভাবে গড়ে ওঠা অসংখ্য স্কুল মাদ্রাসার শিক্ষার মান ও ছাত্র হাজিরার যে অবস্থা, তা দেশের সর্বত্র আলোচিত সমালোচিত। অনেক লেখক এ নিয়ে অনেকভাবেই লেখে থাকেন। এসব সমস্যা দেশের কোন নির্দিষ্ট এলাকার নয়। সারা দেশের শিক্ষিত সচেতন অভিভাবকরা এমন সমস্যা নিয়ে হতাশায় ভুগছেন। গত বিএনপি সরকারের আমলে দেশে শিক্ষার প্রতি জোর দেয়া হয়। এ সুযোগে দেশের সর্বত্র মফস্বলে অসংগলগ্নভাবে অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে--যেগুলোর শিক্ষার মান ও ছাত্র হাজিরার সংখ্যা এতটাই কম যে, সরকারের নিয়মনীতির মধ্যে পড়ে না প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনা করা। তারপরেও চলছে ঐসব নব্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশে দাখিল মাদ্রাসা গড়ার পাঁয়তারা। একটি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক আমাকে স্কুলটির ছাত্রী হাজিরা সম্বন্ধে যা বললেন, তাতে অচিরেই তাদের টিবি বন্ধ হয়ে যাবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করলেন। স্কুলটির প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পাওয়ার জন্য বিদ্যোৎসাহী শিক্ষকদের কাছ থেকে অনেক আর্থিক সহযোগিতা গ্রহণ করে। তারপরেও উক্ত বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়টির অদূরে উল্লিখিত বিদ্যোৎসাহী একটি দাখিল মাদ্রাসা গড়ার জন্য সংশ্লিষ্ট মহল পাঁয়তারা করছে। এ স্কুলটির উত্তর দক্ষিণে মোট চার মাইলের মধ্যে তিনটি উচ্চ বিদ্যালয় ছিল। গত ১৯৯১/৯২ সালে ঐ এলাকায় আরও তিনটি উচ্চ বিদ্যালয় ও দু'টি দাখিল মাদ্রাসা গড়ে উঠেছে। অর্থাৎ চার মাইলের মধ্যে ছয়টি উচ্চ বিদ্যালয় ও দু'টি দাখিল মাদ্রাসা। তন্মধ্যে বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ২টি।

আলোচিত বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের উন্নতি অবনতির দিকে সুদৃষ্টি না দিয়ে ঐ বিদ্যোৎসাহী তাঁর অদূরে একটি দাখিল মাদ্রাসা গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করার পিছনে কোন যুক্তি নেই, বরং প্রতিষ্ঠিত স্কুলটিরই ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনাই থাকবে বেশি। স্কুলের সকল শিক্ষক এ নিয়ে উদ্বিগ্ন।

চার মাইলের মধ্যে ছয়টি উচ্চ বিদ্যালয় এবং দু'টি দাখিল মাদ্রাসা গড়ে ওঠার পিছনে সরকার বাহাদুরের কি ধরনের নিয়মনীতি আছে, তা আমার জানা নেই। এর পরেও এসব প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি দাখিল মাদ্রাসা গড়ার কি যুক্তি থাকতে পারে, তা সংশ্লিষ্ট মহলকে অবহিত করে তাদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্বচ্ছতা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার অসংলগ্নতা, শিক্ষার মানোন্নয়ন ও ছাত্রছাত্রী হাজিরা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে আবেদন জানাচ্ছি।

চাঁদ মাহমুদ
সুবলং, রাঙ্গামাটি।